আলমডাঙ্গায় ছাত্রদলের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আতিক হাসনাত রিংকু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথি শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে, যখন সমগ্র জাতি অনিশ্চয়তার মুখে, তখন সিপাহি-জনতার মিলিত বিপ্লব জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র নস্যাত্ করে দিয়ে দেশপ্রেমের এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে।

তিনি আরও বলেন, সেদিন শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে এনে সিপাহি-জনতা তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। তিনি ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতি থেকে দেশকে উত্তরণের পথে নিয়ে এসে প্রবর্তন করেন বহুদলীয় গণতন্ত্র। সূচনা করেন উন্নয়ন ও উৎপাদনের নবধারার রাজনীতি।

তিনি বলেন, ৭ নভেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনের এক অনন্য ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত দিন। সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে আধিপত্যবাদ, একনায়কতন্ত্র, একদলীয় শাসন ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটে। দেশ ফিরে আসে সুশৃঙ্খল পরিবেশে।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রসঙ্গে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, দল আমাকে আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী করেছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, সকলে মিলে ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশনেতা তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সফিকুল ইসলাম পিটু, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি

আকতার হোসেন জোয়াদ্দার, পৌর বিএনপির সভাপতি মোঃ আজিজুর রহমান পিন্টু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুল হক রোকন এবং পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ জিল্লুর রহমান ওল্টু।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল মাহমুদ, সহ-সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান, যুগ্ম সম্পাদক আরিফ আহমেদ শিপলব, যুগ্ম সম্পাদক মাহবুব হাসান মাবুদ, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ বকুল হোসেন, মোঃ রকিবুল ইসলাম টগর ও মোঃ রতন আলী।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীর আলম লিমন, সদস্য সচিব, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদল।

সঞ্চালনায় ছিলেন আল ইমরান রাসেল, সাংগঠনিক সম্পাদক, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদল এবং মাহমুদুল হক তনয়, সদস্য সচিব, আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রদল।

আলমডাঙ্গা বাদেমাজু বাদল স্মৃতি একাডেমির ১৬ জন শিক্ষককের বিদায় সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা বাদেমাজু বাদল স্মৃতি একাডেমির অবসরপ্রাপ্ত ১৬ জন শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলমডাঙ্গা বাদেমাজু বাদল স্মৃতি একাডেমির ১৯৯৭ সালের এসএসসি ব্যাচের আয়োজনে অবসরপ্রাপ্ত ১৬ জন শিক্ষককে বিদায় সম্মাননা দেয়া হয়েছে। গতকাল বেলা এগারোটার দিকে বাদল স্মৃতি একাডেমির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শেখ নূর মোহাম্মদ টিপু।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা রূপালী ব্যাংকের

ম্যানেজার মোঃ আব্দুল খালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক শফিউল আলম বকুল, বাদেমাজু বাদল স্মৃতি একাডেমি প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দিপু, এম এস জোহা ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডঃ আব্দুর রহমান, ডাউকি ইউনিয়ন জামায়াতের আমির সজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, সহকারী শিক্ষক রোকনুজ্জামান।

অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয় এসএসসি ৯৭ ব্যাচের পক্ষ থেকে বিদায়ী ১৬ শিক্ষকদের হাতে সংবর্ধনা ক্রেস্ট এবং বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দেয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় চুরি হওয়া পাওয়ারটিলার উদ্ধার, গ্রেফতার ১

আলমডাঙ্গা উপজেলার বাঁচামারী গ্রামের বড়জোলা মাঠ থেকে চুরি যাওয়া একটি পাওয়ারটিলার উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত লাল্টু মিয়া (৩৬) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাঁচামারী গ্রামের মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে হেলাল উদ্দিন (২১) নিজের পাওয়ারটিলার দিয়ে বড়জোলা মাঠে জমি চাষ শেষে তা সৌরবিদ্যুতের চালের নিচে বেগুন গাছের খড়ি দিয়ে ঢেকে রেখে বাড়িতে ফেরেন। পরদিন ভোরে মাঠে গিয়ে তিনি দেখতে পান, তার পাওয়ারটিলারটি চুরি হয়ে গেছে।

পরে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির পরও না পেয়ে হেলাল উদ্দিন আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পর আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে একই গ্রামের মৃত ভুট্টা মিয়ার ছেলে লাল্টু মিয়াকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত লাল্টুকে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান। তিনি বলেন, অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া পাওয়ারটিলারটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

আলমডাঙ্গায় ছেলের দাফনের ১২ ঘণ্টার মাথায় মায়ের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় ছেলের জানাজার ১২ ঘন্টা পর মায়ের মৃত্যু।পরিবারে শোকের ছায়া। বাদ আছর দারুস সালাম ঈদগাহ মাঠে নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রাত ৯ টার সময় আলমডাঙ্গার বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মরহুম আব্দুল মান্নান মিয়ার মেজো ছেলে তোফাজ্জেল হোসেন তোতার নামাজের জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়েছিলো। তোতা মিয়া দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আমেরিকার মাউন্ট সাইনাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৩১ অক্টোবর শুক্রবার মৃত্যু বরন করেন। গত মঙ্গলবার আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গায় প্রথমে নিজ বাড়ীতে লাশ নিয়ে আসলে তার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীগণ একনজর দেখতে ছুটে আসে। এ সময় তার মাতা অসুস্থ ছিলেন। সন্তানের শোকে স্তদ্ধ হয়ে যান।

এশার নামাজের পর দারুসসালাম ঈদগাঁহ মাঠে তোতার নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সন্তানের মৃত্যুর ১২ ঘন্টা পার না হতেই মাতা হাজী ফজিলাতুন্নেছা (৮৯) ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যু কালে ২ছেলে, ২মেয়ে, নাতী-নাতনি, আত্মীয় স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। গতকাল বাদ আছর আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ মাঠে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজা শেষে দারুসসালাম কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

জানাজায় উপস্থিত ছিলেন, আলহাজ্ব আহমেদ আলী, আলহাজ্ব মোফাজ্জল হোসেন, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান, আলহাজ্ব হারুনার রশিদ, সাবেক

এডিশনাল আইজিপি আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ বেল্টু,ব্যাংকার আনছার আলী, রাজাবুল ইসলাম, আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম,ৎআলহাজ্ব মীর শফিকুল ইসলাম, সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম আজম, জগলুল ইসলাম টপি, সরকারি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন, বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন, আলহাজ্ব হারুনর রশীদ, আলহাজ্ব মুছা মিয়া, ফাস্টক্যাপিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক আব্দুল মজিদ, মোহনা বন্ধু সমিতির সদস্য শামসুজ্জোহা সাবু, আলহাজ্ব ডা আজিজুল হক সোমা, জামাল হোসেন, আব্দুল খালেক, ব্যাংকার মানোয়ার হোসেন, মাহমুদুল কাউনাইন, সহ বন্ধু সমিতির সকল সদস্য। সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান, হাজী আব্দুল খালেক, হাজী জনিরুদ্দিন, হাজী শফিউদ্দিন, আলী আকবর আকু, সহকারি অধ্যাপক আবু সাইদ কচি, মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সালাউদ্দিন আহমেদ, সহকারি অধ্যাপক মিজানুর রহমান, সহকারি অধ্যাপক আসিফ জাহান, নজরুল ইসলাম, সাবেক কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম, সাবেক প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন, আলমডাঙ্গা কাচারি মসজিদের ইমাম মওলানা আলহাজ্ব আব্দুল কাদের।

আলমডাঙ্গায় মাহফিলে আমির হামজার মন্তব্যে তুমুল বিতর্ক, ভিডিও ধারণে বাধা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী ৪১তম তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে মুফতি আমির হামজার আপত্তিকর বক্তব্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সাংবাদিক (মিডিয়া) নিষিদ্ধের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে স্থানীয়ভাবে।

গত সোমবার রাতে মাহফিলের শেষ দিন মঞ্চে প্রধান তাফসিরকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমীর

হামজা। তাঁর তাফসিরের বিষয় ছিল সূরা তওবার ১১১ নম্বর আয়াত।

তবে ওইদিন রাত ৯টার দিকে মাহফিলস্থলে সাংবাদিক ও স্থানীয় মিডিয়া প্রতিনিধিরা উপস্থিত হলে মাইকে ঘোষণা দিয়ে জানানো হয়, কেউ মোবাইল বা ক্যামেরায় ভিডিও ধারণ বা লাইভ সম্প্রচার করতে পারবেন না। ফলে উপস্থিত মিডিয়া কর্মীরা বাধ্য হয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

এদিকে তথ্য সুত্রে জানা গেছে,তাফসিরকার জামায়াতের নেতা আমির হামজা বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন কোন কোন দল মনোনয়ন বিক্রি করছে। এসময় স্থানীয় বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ তার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান।

এসময় জামায়াতের নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের নেতা আমির হামজা কোনো দলের নাম নিয়ে কিছু বলেন নি, তাহলে আপনাদের গায়ে বাধছে কেন। এসময় জামায়াতের নেতাকর্মীদের সাথে বিএনপি নেতাকর্মীদের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে তাদের দলের সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মুফতি আমির হামজার বক্তব্য স্যোসাল মিডিয়ায় দেবার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভাবে সতর্ক করেছে। কিন্তু সাংবাদিক (মিডিয়া) কর্মীদের ভিডিও নেবার নিষেধাজ্ঞা করাটা উপস্থাপক তিনি মনগড়া ভাবে বলেছেন। এবিষয়ে অবশ্যই নিন্দনীয়। তিনি ঘটনায় দুঃখ ও নিন্দা জানান। তবে মুফতি আমির হামজার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক মহল ও সামাজিক পরিমণ্ডলে শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা। স্থানীয় সংবাদকর্মীরা প্রশ্ন তুলেছেন, একটি ধর্মীয় মাহফিলে সাংবাদিক নিষিদ্ধ করার অর্থ কী? সেখানে এমন কী বলা হচ্ছিল যা জনসমক্ষে আনা যাবে না? আয়োজকদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় সূত্রের দাবি, রাজনৈতিক বক্তব্য বা নির্বাচনী ইঙ্গিত এড়াতেই হয়তো এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, মুফতি আমীর হামজা গত মে মাসে কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের এক সভায় কুষ্টিয়া-৩ আসনে দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পান। যদিও তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় কোনো পদে নেই, তবে দলের ওলামা শাখায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত বলে জানা গেছে।

ধর্মীয় বক্তা হিসেবে মুফতি আমীর হামজা দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। তার তাফসিরে ইসলামি মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক সংস্কার নিয়ে আলোচনা থাকলেও— সাম্প্রতিক সময়ে তার বক্তব্যে রাজনৈতিক ইঙ্গিত রয়েছে কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে।

আলমডাঙ্গায় ২য় বিয়ের ৮ দিনের মাথায় তরুণীর বিষপানে আত্মহত্যা

প্রথম বিয়ে টিকেছিল মাত্র দু’দিন। বিচ্ছেদের শোক কাটিয়ে ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসেন ১৭ বছর বয়সি তরুণী মীম আক্তার। সেখানেও সংসার করা হলো না তার। বিয়ের চারদিন পর স্বামীর বাড়ি থেকে বেড়াতে আসেন বাবার বাড়ি। তবে মেহেদির রং শুকানোর আগেই খুঁজে নেন আত্মহননের পথ। বিয়ের মাত্র আটদিনের মাথায় বিষপানে আত্মহত্যা করেন তিনি।

ঘটনাটি ঘটেছে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের বেগুয়ারখাল গ্রামে। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে নিজের বাবার বাড়িতে বিষপানে ওই নববধূ মৃত্যু হয়।

নিহত নববধূ বেগুয়ারখাল গ্রামের উমিদ আলীর মেয়ে।

নিহত মীম আক্তারের ভাই সাব্বির হোসেন জানায়, গত ৮ দিন আগে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামে আব্দুর রশিদের ছেলে সাকিবের সাথে বিয়ে হয় মীমের। আর চারদিন আগে স্বামীসহ আমাদের বাড়িতে আসে সে। বাড়িতে এসে স্বামীর সাথে হাসিখুশি ভাবেই ছিল। কী কারণে বিষ খেয়েছে তা আমরা কেউ জানি না।

মীমের স্বামীর ভাই সাইফুল জানান, মীমের আগে অন্য একজায়গায় বিয়ে হয়েছিল। সেটা জেনেই তার ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেন তারা। বিয়ের পর তারা হাসিখুশিভাবেই চলাফেরা করছিল। মীমের ব্যবহারে কোনো কিছু মনে হয়নি। গত ৪ দিন আগে মীম তার পিতার বাড়িতে এসেছে। কী কারণে

বিষপান করেছে সে বিষয়ে আমরা কিছু জানি না।

নিহতের মা রত্না খাতুন বলেন, মেয়ের একটু মানসিক সমস্যা ছিল। আগেও একবার বিয়ে দিয়েছিলাম, তখনও দুইদিনের মধ্যেই তালাক হয়। এবারও কোনো ঝামেলা ছিল না। আমার ছেলে মীমের স্বামী সাকিবকে নিয়ে মার্কেটে গিয়েছিল। বাড়িতে মীম একাই ছিল। কখন যে মীম বিষপান করেছে কেউ জানেনা।

তিনি আরও বলেন, সে বিষপান করেছে জানতে পেরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে মারা যায় মীম।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান পিপিএম বলেন, রাত ১২টার দিকে খবর পেয়ে ওসমানপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই আলমগীর হোসেনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সুরতহাল রিপোর্ট শেষে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় লাটাহাম্বারের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

আলমডাঙ্গা উপজেলায় আটা বোঝাই লাটাহাম্বার সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক শিশুসহ আরও দুইজন আহত হন।

গতকাল সোমবার আনুমানিক দুপুর ১২টার সময় আলমডাঙ্গা থানাধীন মুন্সিগঞ্জ ব্রিজ মোড়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়া থেকে চুয়াডাঙ্গা সদরগামী একটি মোটরসাইকেল মুন্সিগঞ্জ খুদিয়াখালি মোড়ে পৌঁছালে বিপরীত

দিক থেকে আসা আটা বোঝাই একটি লাটাহাম্বার সঙ্গে সেটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং এর চালক ও আরোহী গুরুতর আহত হন।

দূর্ঘটনার পরেই লাটাহাম্বার চালক পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মোটরসাইকেল চালক ইকতার আলী (৪০)-কে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ইকতার আলী কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার পোড়াদাহ চিতলিয়া গ্রামের পিয়ার আলীর ছেলে। বর্তমানে তাঁর মরদেহ সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে মোটরসাইকেল আরোহী শিশু জামিলা খাতুন (১১)। সে একই উপজেলার পয়ারী গ্রামের মোঃ জয়নালের মেয়ে।

এদিকে, জামিলা খাতুনের মা সাগরি খাতুন (২৯) মেয়ের দুর্ঘটনার খবর শুনে অপর একটি মোটরসাইকেলযোগে ঘটনাস্থলের দিকে আসার পথে মেয়ের অবস্থা দেখে মানসিক ধাক্কায় পড়ে গিয়ে সামান্য আঘাত পান।

আলমডাঙ্গা ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকিং এর সচেতনতা ক্যাম্পেইন

আলমডাঙ্গায় ডাচ-বাংলা ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং-এর গ্রাহক সচেতনতা ক্যাম্পেইন ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামীণ জনগণের মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের অনন্য উদ্যোগে এই ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলায় সকাল ৯টায় শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। উদ্বোধন করেন, জনাব মুহাম্মদ তারেক সালাউদ্দিন, রিজিওনাল হেড, এজেন্ট ব্যাংকিং ডিভিশন, কুষ্টিয়া অঞ্চল।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংক কুষ্টিয়া ও

চুয়াডাঙ্গা জেলার সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার মোঃ সুলাইমান হোসেন, আলমডাঙ্গা ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকিং এর পরিচালক আমিরুল ইসলাম মন্টু, উপজেলা এলাকার বিভিন্ন এজেন্ট ব্যাংকিং প্রতিনিধিবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনের পরপরই সুসজ্জিত মোটরসাইকেল বহরের মাধ্যমে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম, বাজার ও জনবহুল এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। র্যালির সঙ্গে মাইক ও ব্যানারের মাধ্যমে প্রচার করা হয় “ডাচ-বাংলা ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং—গ্রামেগঞ্জে নিরাপদ ব্যাংকিং সেবা ” এই প্রতিপাদ্য বিষয় সামনে রেখে।

নিরাপদ লেনদেনের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করা দিনব্যাপী এই কর্মসূচি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম ও বাজারসমূহে পরিচালিত হয়। মুন্সিগঞ্জ বাজার, বড়গাংনী বাজার, আসমানখালী বাজার, ভাংবাড়িয়া বাজার, হাটবোয়ালিয়া বাজার, ওসমানপুর বাজার, আলমডাঙ্গা বাজার। হাটবোয়ালিয়া বাজারে কার্যক্রমে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন স্থানীয় ডাচ-বাংলা ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংক মালিক মোঃ হাফিজুর রহমান।

আলমডাঙ্গায় ১৪৫ পিস ইয়াবা সহ মাদক ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা পাইকপাড়া ক্যাম্প পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৪৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ কামালপুর চরপাড়ার ফারুক আলীকে গ্রেফতার করেছে। গত শুক্রবার রাতে আলমডাঙ্গা বধ্যভূমি এলাকা থেকে তাকে মাদকসহ গ্রেফতার করে থানায় সোপর্দ করা হয়।

জানা গেছে, উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের কামালপুর চরপাড়ার মৃত মঞ্জু মিস্ত্রির ছেলে ফারুক আলী(৪২) দীর্ঘদিন ধরে মাদক দ্রব্য বিক্রয় করে আসছিল বলে এলাকায় অভিযোগ রয়েছে। সে পুলিশের চোখ ফাকি দিয়ে এলাকায় মাদক দ্রব্য বিক্রয় করে।

গত শুক্রবার রাতে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহা: মাসুদুর রহমান(পিপিএম)’র নেতৃত্বে পাইকপাড়া ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আব্দুল মতিন ও এএসআই বাদশা আলমগীর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা বধ্যভূমি হতে এলাহী নগর গ্রামের রাস্তায় অভিযান চালিয়ে ফারুক আলীকে আটক করে। আটকের পর তার নিকট থেকে ১৪৫পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় চার গ্রামের জনগণের মাদক বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় চার গ্রামের মানুষের মাদক বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলার ইসলামপুর, কামালপুর চরপাড়া ও চকবন্ডবিল গ্রামের সাধারণ মানুষ নিজেরাই এগিয়ে এসেছেন মাদক রোধে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫ টায় ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় তিন গ্রামের উদ্যোগে এক বিশাল মাদকবিরোধী সমাবেশ। এতে অংশ নেন তিন গ্রামের শতাধিক নারী-পুরুষ ও তরুণ সমাজ। দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় মাদক বিক্রি ও সেবনের প্রবণতা বাড়তে থাকায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। অভিযোগ রয়েছে, কিছু যুবক মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে এলাকার তরুণ প্রজন্ম ধীরে ধীরে মাদকের ভয়াবহ ছোবলে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামপুর, কামালপুর চরপাড়া ও চকবন্ডবিল গ্রামের সচেতন নাগরিকেরা যৌথভাবে এ উদ্যোগ নেন।

সমাবেশের আয়োজন করেন, কুমারী গ্রামের মহি উদ্দিন, কামালপুর চরপাড়ার বাপ্পি, ইসলামপুর গ্রামের সেলিম হোসেন ও চকবন্ডবিল গ্রামের টগর। উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সমাজকর্মী সাইদুল, ঝন্টু, সাজেদুর রহমান, শফি উদ্দিন, আলম হোসেন, তাইজাল, আলফাজ, জহুরুল, মঞ্জুসহ তিন গ্রামের অসংখ্য বাসিন্দা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, মাদক আজ আমাদের সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের সন্তানরা এর শিকার হচ্ছে। এখন সময় এসেছে সবাইকে একসাথে দাঁড়ানোর। যে মাদক ব্যবসায়ী আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে, তাকে চিহ্নিত করে প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, সমাজের প্রতিটি পরিবারকে সচেতন হতে হবে। তরুণদের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও ধর্মীয় চর্চায় যুক্ত করে রাখতে পারলেই মাদক থেকে দূরে রাখা সম্ভব।

স্থানীয়রা আশা প্রকাশ করেন, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা পেলে এলাকাকে পুরোপুরি মাদকমুক্ত করা সম্ভব হবে।